দৈনিক জনকণ্ঠ

২৫

তারিখ ... FEB: ৩ ... 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ... ২ .....

নিরানব্বই ভাগ প্রতিবন্ধী শিশুই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

মানব সম্পদ উন্নয়নে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে "প্রতিবন্ধী" বিষয়টি সময়ের প্রয়োজনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে পরিদৃষ্ট হয়েছে। সারা বিশ্বের উন্নয়ন কার্যক্রমে এটি এখন অপরিহার্য ইস্যু। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের অবস্থা আরও করুণ এবং দুর্বিষহ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর দশ শতাংশ বর্তমানে সাকল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংখ্যা এক কোটি পঁচিশ লাখেরও ওপর। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা অন্যূন চল্লিশ লাখ; যে সংখ্যা বাড়ছে প্রতিনিয়ত। দেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির মোক্ষম কারণ শিশুর প্রতিরক্ষিত্ব, প্রসবকালীন জটিলতা, পুষ্টির অভাব আর নারী নির্যাতন। কিন্তু

সেলিম নজরুল

একটি বিশেষ শিক্ষা স্কুলের গেটে দু'জন প্রতিবন্ধী শিশু

চল্লিশ লাখ প্রতিবন্ধী শিশুর মাঝে শতকরা মাত্র একভাগ শিশু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, যা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি অত্যন্ত নেতিবাচক দিক। যে ৯৯ ভাগ শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে দূরে থাকছে তারা স্বভাবতই পরিবার এবং সমাজের বোঝা হিসেবে পর্যায়ক্রমে নিজেদের বিবেচিত করছে রাষ্ট্রীয় প্রচলিত অবকাঠামোর কারণেই। এর ফলশ্রুতিতে সমাজও প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবারকে হেয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিমাপ করে যার প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধিত্ব নিয়ে জন্মানো শিশুটি পরিবারে অপাঙ্‌ক্তেয় এবং প্রতিবন্ধিত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায়, দেশে শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি, মূক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের ৪০ লাখের মধ্যে স্পেশাল এডুকেশন সুবিধা রয়েছে মাত্র ১০ হাজার শিশুর জন্য। যেখানে দেশের অধিকাংশ প্রতিবন্ধী শিশুই শহর এবং শহরতলির বাইরে গ্রামে বাস করে সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সিংহভাগই শহরকেন্দ্রিক।

সরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে জানা যায়, দেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তন্মধ্যে ৩৪টি হচ্ছে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য। এ ছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ঢাকা ও ঢাকার বাইরে তিনটি স্কুল এবং মূক ও বধিরদের জন্য চারটি বিভাগে চারটি এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে চারটি স্কুল। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, গত পাঁচ বছরে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কোন নতুন স্কুল সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শারীরিক (চলন) প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা তথা স্কুলে যাতায়াত উপযোগী সাবলীল পরিবেশ সৃষ্টিতেও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এখনও উন্মুক্ত নয়। এসব ক্ষেত্রে সরকারের উদার মনোভাব আর বেসরকারী সংস্থাসমূহের সমন্বিত কার্যক্রমই পারে প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার সুযোগ উন্মোচিত করতে।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, চল্লিশ লাখ প্রতিবন্ধী শিশুর মাঝে যে বিশ লাখ শিশুর বয়স আট বছরের নিচে পাঠ্যক্রম নীতিমালায় তাদের শিক্ষার কোন সুযোগ চিহ্নিত নেই। এ ছাড়াও যোগাযোগ করে যে তথ্য জানা গেছে, তাতে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার ব্যাপারে সরকারী গরজ তেমন দেখা যায়নি।